ডামুড্যায় অপরিকল্পিত ঘেরে স্কুলে জলাবদ্ধতা

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১২:০০ এএম

মুষলধারে বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতা তৈরি হয়। এতে বিদ্যালয়ের খেলার মাঠসহ যাতায়াতের রাস্তা পানিতে তলিয়ে যায়। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার জন্য নতুন ভবনে ১৪ দিন ধরে পাঠদান বন্ধ রয়েছে। শ্রেণিকক্ষগুলো তালা লাগিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও জরাজীর্ণ টিনশেডে গাদাগাদি করে করতে হচ্ছে পাঠদান। এমন চিত্র শরীয়তপুরের ডামুড্যার পশ্চিম সিড্ড্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। এ জলাবদ্ধতার জন্য স্থানীয় ইউপি সদস্য রুবেল আকনের অপরিকল্পিত মাছের ঘেরকে দায়ী করছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দেখা যায়, বিদ্যালয়টির তিন দিকে মাছের বিশাল ঘের করেছেন স্থানীয় ইউপি সদস্য রুবেল আকন। কিন্তু পানি নামার কোনো ব্যবস্থা রাখেননি। যার ফলে সামান্য বৃষ্টি হলেই বিদ্যালয়টির চারপাশ পানিতে তলিয়ে যায়।

পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী মাহদী আমিন বলে, আমাদের বিদ্যালয়ে পানি হওয়ায় এখানে আসতে ভয় পাই। আমরা অনেকেই সাঁতার জানি না, তাই এখানে আসি না। ক্লাসও করতে পারি না।

চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী তোয়া মনি বলে, এ মাঠে আগে আমরা খেলতাম। এখন পানির কারণে খেলতেও পারি না, ক্লাসও করতে পারি না।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নার্গিস পারভীন বলেন, গত দুই সপ্তাহ ধরে শিক্ষার্থীদের নিরাপদে পাঠদান করতে পারছি না। নতুন ভবনের প্রায় চারদিকেই পানি। ভিজে বিদ্যালয়ে আসতে হয়। শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে পুরনো জরাজীর্ণ টিনশেড ভবনে ক্লাস নিচ্ছি।

ইউপি সদস্য রুবেল আকন বলেন, শুধু আমার মাছের ঘেরের জন্য পানি আটকে থাকে না। ওই এলাকাটা এমনিতেই একটু নিচু। বৃষ্টি হলেই পানি জমে যায়। অপরদিকে আশপাশে পানি নামার কোনো নালা নেই। আমি এখন অসুস্থ। সুস্থ হয়ে এ বিষয়ে স্থায়ী সমাধান করব।

উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও ক্লাস্টার প্রধান মিজানুর রহমান বলেন, এ বিদ্যালয়ের জলাবদ্ধতার বিষয়টি আমরা জেনেছি। অতিদ্রুত একটা সমাধান হবে আশা করছি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাসরীন বেগম সেতু বলেন, বিষয়টি আপনাদের কাছ থেকে জানতে পারলাম। যত দ্রুত সম্ভব এর সমাধান করা হবে।